চতুর্থ অধ্যায়

রাজস্ব নীতি ও ব্যবস্থাপনা

[সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা রক্ষা, বিনিয়োগবান্ধব অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে সহায়ক পরিবেশ তৈরি, দারিদ্র হ্রাস এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সম্পদ সঞ্চালন অব্যাহত রেখে রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম জোরদার ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রাজস্ব খাতের পরিসর বৃদ্ধির প্রচেষ্টাই রাজস্ব নীতির লক্ষ্য। 'বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৯'-এ বার্ষিক বাজেট ঘাটতি ধারণযোগ্য পর্যায়ে রাখার জন্য কার্যকর সকল ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা রয়েছে। সে লক্ষ্যে সরকার ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার ব্যাপারে সতর্ক ও সংযত রয়েছে। রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেলেও এখনও রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধির হার শ্লথ। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ২০১৪-১৫ অর্থবছরে আহরিত রাজস্বের পরিমাণ প্রায় ১,৩৬,৭২৪ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রা ১,৩৫,০২৮ কোটি টাকার ১০১.২৫ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী অর্থবছরের আহরিত রাজস্ব হতে ১৩.১৬ শতাংশ বেশি। চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ৯১,৩৫৯ কোটি টাকা যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৪.৪৩ শতাংশ বেশি। জিডিপির শতকরা হারে সরকারি ব্যয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ১৬.১২ শতাংশ হতে কিছুটা হ্রাস পেয়ে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১৫.৮১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-এর অনুকূলে প্রদত্ত বরাদ্দ ও সম্পদ ব্যবহারে অগ্রগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এডিপি ব্যয় হয়েছে সংশোধিত বরাদ্দের ৯১ শতাংশ এবং চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে এডিপি বাস্তবায়ন হার ৩৬ শতাংশ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এডিপি ব্যয়ের সিংহভাগ পরিচালিত হচ্ছে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সংগৃহীত সম্পদ দ্বারা। বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্ত সম্পদের দ্রুত ও দক্ষ ব্যবহারের উপর জোর দেয়ায় বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্ত সাহায্যের নীট প্রবাহ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে কিছুটা বেড়েছে।]

রাজস্ব নীতিতে সরকারের আয়-ব্যয়ের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার কৌশলগত নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত থাকে। রাজস্ব নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে সরকার মূলতঃ সরকারের আয়-ব্যয় কার্যক্রমের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার পাশাপাশি উচ্চতর হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক পরিবেশ তৈরির প্রচেষ্টা চালায় যাতে করে কর্মসংস্থানের অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি এবং দ্রুত দারিদ্র নিরসনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে জনগণের জীবনমান উন্নত করা সম্ভব হয়। রাজস্ব ব্যবস্থাপনাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বর্তমানে কতিপয় তাৎপর্যপূর্ণ সংস্কার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিনিয়োগ বান্ধব, উৎপাদনশীল, কর্মসংস্থানমুখী ও দারিদ্র নিরসনমুখী পরিবেশ সৃজনে রাজস্ব নীতির নিরন্তর সংস্কার কার্যক্রমের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে।

সরকারি আয়

সরকারি আয়ের প্রধান উৎস হলো কর রাজস্ব। আর অবশিষ্ট রাজস্ব আসে কর বহির্ভূত উৎস হতে যেমনঃ ফি, মাসুল, টোল ইত্যাদি খাত হতে। বিগত এক দশকের রাজস্ব আয় এবং রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত সারণি ৪.১ -এ দেখানো হলো:

সারণি ৪.১ রাজস্ব প্রাপ্তি

(কোটি টাকায়)

	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
মোট রাজস্ব	৬০৫৩৯	৬৯১৮০	৭৯৪৮৪	৯৫১৮৮	১১৪৮৮৫	১৩৯৬৭০	১৫৬৬৭১	১৬৩৩৭১	১৭৭৪০০
কর রাজস্ব	৪৮০১২	৫৫৫২৬	৬৩৯৫৬	৭৯০৫২	৯৪৭৫৪	১১৬৮২৪	১৩০১৭৮	১৪০৬৭৬	১৫৫৪০০
কর বহির্ভূত রাজস্ব	১২৫২৭	১৩৬৫৪	১৫৫২৮	১৬১৩৫	২২২৭৯	২২৮৪৬	২৬৪৯৩	২২৬৯৫	২২০০০
	স্থুল দেশজ উৎপাদ (জিডিপি) এর শতকরা হিসেবে (ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬)								
মোট রাজস্ব	৯.৬৩	৯.৮১	৯.৯৭	১০.৩৯	১০.৮৯	১১.৬৫	১১.৬৬	১০.৭৮	১০.২৬
কর রাজস্ব	৭.৬৪	৭.৮৮	৮.০২	৮.৬৩	৮.৯৮	৯.৭৪	৯.৬৯	৯.২৮	৮.৯৮
কর বহির্ভূত রাজস্ব	১.৯৯	১.৯৪	১.৯৫	১.৭৬	২.১১	১.৯১	১.৯৭	১.৫০	১.২৭

উৎসঃ বাজেটের সংক্ষিপ্তসার, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। নোট: উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেট ভিত্তিক।

বিভিন্ন দেশের উন্নয়নের স্তর/পরিস্থিতির তুলনামূলক অবস্থান নির্ণয়ে রাজস্ব সংগ্রহের হার একটি অন্যতম স্বীকৃত নির্ণায়ক। নতুন ভিত্তিবছর ২০০৫-০৬ এর ভিত্তিতে মোট রাজস্ব-দেশজ উৎপাদ (জিডিপি) অনুপাত ২০০৭-০৮ অর্থবছরের ৯.৬৩ শতাংশ থেকে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১১.৬৬ শতাংশে উন্নীত হয়। তবে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে কমে তা ১০.৭৮ শতাংশে এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরে আরো কমে ১০.২৬ শতাংশে দাঁড়ায়। সারণি ৪.১-এর রাজস্ব আদায়ের ধারা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ক্রমাগত বৃদ্ধি পেলেও ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে তা আবার হ্রাস পাচ্ছে। সারণি হতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, রাজস্ব আয়ের সিংহভাগ (৮৩ শতাংশের ওপর) আসে কর রাজস্ব হতে যা গঠিত হয় প্রধানত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ এই দুই ধরনের করের সমন্বয়ে। অবশিষ্ট রাজস্ব সংগৃহীত হয় কর-বহির্ভূত বিভিন্ন খাত হতে।

কর ব্যবস্থাপনা

সরকারের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক বাংলাদেশে কর নীতি নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্যসমূহ স্বল্পতম সময়ে অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে যেসব উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা বক্স ৪.১ -এ দেয়া হলো:

বক্স ৪.১: ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

➢ **প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ**

- ব্যক্তি পর্যায়ের করদাতার করমুক্ত আয় সীমা ২,২০,০০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২,৫০,০০০ টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে মহিলা ও সিনিয়র সিটিজেন (৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের) করমুক্ত আয় সীমা ২,৭৫,০০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৩,০০,০০০ টাকা এবং প্রতিবন্ধী করদাতাদের করমুক্ত আয় সীমা ৩,৫০,০০০ হতে বৃদ্ধি করে ৩,৭৫,০০০ টাকা করা হয়েছে। এছাড়া মহান মুক্তিযুদ্ধে অনন্য অবদানের জন্য গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের করমুক্ত আয়ের সীমা ৪,০০,০০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৪,২৫,০০০ টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে।
- ব্যক্তি করদাতার নীট পরিসম্পদের প্রদর্শিত মূল্যের ভিত্তিতে আরোপিত সারচার্জের বিধানে কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। নতুন বিধান অনুযায়ী সারচার্জের আওতামুক্ত নীট সম্পদের (অর্জন মূল্যে) সীমা ২ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকায় নির্ধারণ এবং নীট সম্পদের অন্যান্য সীমা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। এছাড়াও সর্বনিম্ন সারচার্জের পরিমাণ ৩ হাজার টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে।
- পুঁজিবাজারের উন্নয়নের লক্ষ পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত এবং সরকার কর্তৃক ২০১৩ সালে অনুমোদিত ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর হার ৪২.৫% থেকে হ্রাস করে ৪০% করা হয়েছে। এছাড়াও মার্চেন্ট ব্যাংকের কর হার এবং মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানির কর হার পূর্বের ন্যায় যথাক্রমে ৩৭.৫% ও ৪৫% এ বহাল রাখা হয়েছে।
- পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি, প্রাইভেট/পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি, ব্যক্তি বা অংশীদারী ফার্ম ইত্যাদি করদাতার মর্যাদা নির্বিশেষে সিগারেট ব্যবসায়রত সকল করদাতার একক করের হার ৪৫% নির্ধারণ করা হয়েছে।
- ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্যালেন্ডার ইয়ারকে আয়বছর বিবেচনা এবং অন্য সকল করদাতার জন্য অর্থ বছরকে আয় বছর হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।
- তৈরী পোশাকসহ সকল পণ্যের রপ্তানি মূল্যের উপর ০.৬০ শতাংশ হারে উৎসে কর কর্তন করা এবং সকল রপ্তানিকারকের জন্য উক্ত উৎসে কর্তিত করকে চূড়ান্ত করদায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।
- বিদ্যমান আইনে আমদানি পর্যায়ে উৎসে আয়কর পরিশোধ হতে অব্যাহতি প্রাপ্ত কতিপয় পণ্যের উপর হ্রাসকৃত হারে উৎসে অগ্রিম আয়কর আরোপ করা হয়েছে।
- হাঁস-মুরগি, চিংড়ি ও মাছের Hatchery, পোল্ট্রি, গবাদি পশু, বীজ উৎপাদন, স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বীজ বিপনন, গবাদি পশুর খামার, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের খামার, ব্যাঙ উৎপাদন খামার, তুঁত গাছের চাষ, মৌমাছির চাষ প্রকল্প, রেশম গুটিপোকা পালনের খামার, ছত্রাক উৎপাদন খামার, ফুল ও লতাপাতার চাষ ইত্যাদি খাতের আয়ের উপর হ্রাসকৃত হারে করারোপ করা হয়েছে।
- কর অবকাশযোগ্য Industrial undertaking এর তালিকায় Tire Manufacturing Industry, Automobile Manufacturing Industry, অত্যাধুনিক ও পরিবেশ-বান্ধব Tunnel Kiln পদ্ধতির ইট নির্মাণ শিল্প এবং Bi-cycle শিল্পকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- যে সকল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত, সরকারি কারিকুলাম অনুযায়ী পাঠ দান করে থাকে এবং সরকারি নীতিমালার ভিত্তিতে গঠিত পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা পরিচালিত হয় সে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরাসরি আইন বা অধ্যাদেশ দ্বারা সৃষ্ট পেশাজীবী সংগঠনের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা হতে অর্জিত আয় করমুক্ত রাখা হয়েছে।
- সমতার বিধান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন, বোনাস ও উৎসবভাতার উপর সমভাবে কর আরোপ করা হয়েছে।

➢ **প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ**

- অনুমোদনবিহীন বিদেশীদের কাজে নিয়োগের মাধ্যমে অবৈধভাবে দেশ থেকে মূল্যবান বিদেশী মুদ্রা পাচার রোধে বিনিয়োগ বোর্ডের অনুমোদনবিহীন কোন বিদেশীকে কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অবৈধভাবে কর্মে নিয়োগ করলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের উপর অতিরিক্ত কর আরোপের বিধান করা হয়েছে।
- বাংলাদেশে তৈরীকৃত software development or Information Technology Enabled Services (ITES) এবং Nationwide Telecommunication Transmission Network (NTTN) খাতে অর্জিত করমুক্ত আয়ের সময়সীমা ৩০ জুন, ২০১৯ হতে ৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ড, ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড, ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড, ইউরো ইনভেস্টমেন্ট বন্ড, ইউরো প্রিমিয়াম বন্ড, পাউন্ড স্টারলিং ইনভেস্টমেন্ট বন্ড এবং পাউন্ড স্টারলিং প্রিমিয়াম বন্ড- এই ৭টি বন্ড হতে অর্জিত সুদ আয়কে করমুক্ত রাখা হয়েছে।
- টেক্সটাইল ও পাটজাত দ্রব্যাদি সংক্রান্ত শিল্পের অর্জিত আয়ের উপর হ্রাসকৃত করহার প্রয়োগের সময়সীমা জুন, ২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

➢ **প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ**

➢ **শুল্ক ব্যবস্থা:**

- চার স্তর বিশিষ্ট আমদানি শুল্ক কর কাঠামো (০%, ৫%, ১০% ও ২৫%) অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। সর্বোচ্চ শুল্ক কর ২৫ শতাংশ এবং আইসিটি খাতের পণ্যের আমদানি শুল্ক ২% অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।
- বার স্তর বিশিষ্ট সম্পূরক শুল্ক কাঠামো (১০%, ১৫%, ২০%, ৩০%, ৪৫%, ৬০%, ১০০% ১৫০%, ২০০%, ২৫০%, ৩৫০% এবং ৫০০%) প্রবর্তন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২০০%, ২৫০%, ৩৫০% ও ৫০০% সম্পূরক শুল্ক স্তর বিলাসবহুল ও জনস্বাস্থ্যের জন্য হানিকর পণ্য সামগ্রী আমদানি (যেমন- সিগারেট, মদ জাতীয় পণ্য, ২০০০ সিসির বেশি ক্ষমতার গাড়ি) নিরুৎসাহিত করার জন্য আরোপ করা হয়েছে।
- অপ্রক্রিয়াজাত চিনি (raw sugar) ও প্রক্রিয়াজাত চিনি (finished sugar) এর প্রতি মেট্রিক টনের উপর আরোপিত Specific duty বৃদ্ধি করে যথাক্রমে ২,০০০ টাকা এবং ৪,৫০০ টাকা তে নির্ধারণ করা হয়েছে।
- Meltable Scrap এর টন প্রতি Specific duty ১৫০০ টাকা অপরিবর্তিত থাকলেও MS billet/Ingot এর Specific duty টন প্রতি ৩,৫০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৫,০০০ টাকায় ধার্য করা হয়েছে। Silver Bullion এর Specific duty অপরিবর্তিত রেখে ১১.৬৬৪ গ্রাম Gold Bullion এর Specific duty বৃদ্ধি করে ৩,০০০ টাকা করা হয়েছে।
- সম্পূর্ণ প্রস্তুতকৃত পণ্য (finished goods) ও বিলাস দ্রব্য (luxury goods) এর উপর প্রযোজ্য রেগুলেটরি ডিউটি ৫ শতাংশ অব্যাহত রাখা হয়েছে। দেশীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণ বিবেচনায় ১০% শুল্ক হারের কতিপয় পণ্যের উপরও ৫% হারে রেগুলেটরি ডিউটি আরোপ করা হয়েছে।
- মূলধনী যন্ত্রপাতিকে রেয়াতি সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনকে যুগোপযোগী ও আধুনিক করা হয়েছে।
- নতুন এবং পুরাতন যানবাহনের শুল্ককর আদায়ের ক্ষেত্রে নূন্যতম মূল্য (minimum value) নির্ধারণ সম্পর্কিত বিধি-বিধান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।
- সিরামিক, স্টীল মেল্টিং, মুদ্রণ, বেবী ডায়াপার, পোল্ট্রি, প্লাস্টিকসহ বেশ কিছু দেশীয় কাঁচামালসহ ৫০ (পঞ্চাশ) টিরও অধিক পণ্যের আমদানি শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে।
- মিথ্যা ঘোষণা এবং চোরাচালান প্রতিরোধে ৭০০ এর অধিক পণ্যের সম্পূরক শুল্ক যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে।

➢ **মূল্য সংযোজন কর (মূসক) ব্যবস্থা**

বাংলাদেশের রাজস্ব আদায়ের গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহের মধ্যে মূল্য সংযোজন কর খাত অন্যতম। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ৬৩,৯০২.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ৩২.৪০% বেশি। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১, মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এবং উক্ত আইন ও বিধিমালার অধীন জারিকৃত মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ও আদেশসমূহের প্রয়োজনীয় সংশোধন, সন্নিবেশ ও প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

(১) মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থায় উদারীকরণ: মূসক আইন ও বিধিমালার সংস্কার

(ক) নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি টার্নওভার করের আওতায় তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানকে টেন্ডারে অংশগ্রহণের সুযোগদানের প্রস্তাব করা হয়েছে;

(খ) উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণের সময় সংক্রান্ত বিধান সহজীকরণের লক্ষ্যে উপকরণ কারখানা প্রাঙ্গণে পৌঁছানোর পর রেয়াত গ্রহণের সময়সীমা "২৪" ঘন্টার পরিবর্তে "৪৮" ঘন্টা নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে;

(গ) প্রত্যর্পণ দাবির মেয়াদ ও প্রত্যর্পণ চলতি হিসাবে সমন্বয় এর মেয়াদ যৌক্তিক করার লক্ষ্যে উভয় ক্ষেত্রে এই মেয়াদ ৬ (ছয়) মাস করার প্রস্তাব করা হয়েছে। উল্লেখ্য পূর্বে প্রত্যর্পণ চলতি হিসাবে সমন্বয় এর মেয়াদ ছিল ৩ (তিন) মাস;

(ঘ) লিমিটেড কোম্পানি ছাড়াও ব্যক্তি মালিকানাধীন অথবা অংশীদারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎসে মূসক কর্তনের আইনগত বিধান করার লক্ষ্যে বিধি ১৮ক এর উপ-বিধি (১) এর-দফা (ঘ) এ পরিবর্তন আনা হয়েছে।

(২) মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি

স্থানীয়ভাবে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে যথা:

ক) Iron Oxide and hydroxides (উৎপাদন পর্যায়ে);

খ) পশু খাদ্যের পুষ্টি প্রিমিক্স (উৎপাদন পর্যায়ে);

গ) লিভার সিরোসিস/হেপাটাইটিস সি রোগ নিরাময়কারী ঔষধ (উৎপাদন ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে);

ঘ) প্লাস্টিক বর্জ্য থেকে রি-সাইক্লিং এর মাধ্যমে প্লাস্টিক দানা (উৎপাদন পর্যায়ে);

ঙ) Solar Battery (60 ampere পর্যন্ত) শুধুমাত্র IDCOL নিবন্ধিত স্থানীয় সোলার প্যানেল নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান ও এর নিবন্ধিত সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ সোলার ব্যাটারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে (উৎপাদন পর্যায়ে);

চ) ফটো নির্মাতা (সেবা প্রদান পর্যায়ে);

ছ) সরকারি/বেসরকারি এতিমখানায় বরাদ্দকৃত ''ক্যাপিটেশন-গ্রান্ট''কে মূসকের আওতামুক্ত রাখার লক্ষ্যে আইনের দ্বিতীয় তফসিলে পরিবর্তন আনা হয়েছে;

জ) স্টিল মিলে স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত স্ক্র্যাপ/ভাঙ্গারী সরবরাহ (সেবা প্রদান পর্যায়ে);

ঝ) হিমাগারে ব্যবহার্য বিদ্যুৎ (সেবা প্রদান পর্যায়ে);

ঞ) পাটজাত পণ্য (ব্যবসায়ী পর্যায়ে);

ট) পলিস্টার সুতার কাঁচামাল - পিইটি চিপস্ (ব্যবসায়ী পর্যায়ে);

ঠ) ঔষধ রপ্তানির ক্ষেত্রে নমুনা ঔষধের জন্য বাৎসরিক মূসক অব্যাহতির সীমা ৩০,০০০ টাকা হতে বৃদ্ধিপূর্বক ১,০০,০০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে;

ড) পাট ও পাটজাত পণ্যের লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন ফি'র উপর বিদ্যমান মূসক মওকুফ করা হয়েছে।

(৩) মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি (২)

স্থানীয়ভাবে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে যথা:

ক) প্লাস্টিকের তৈরি টিস্যু হোল্ডার, আইস ট্রে, আইস স্কুপ, হ্যাংগার (উৎপাদন পর্যায়ে);

খ) কোপরা ওয়েস্ট (উৎপাদন পর্যায়ে);

গ) ইন্ডেন্টিং সংস্থা (সেবা পর্যায়ে);

ঘ) বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত স্থান ও স্থাপনার মূসক অব্যাহতির আয়তন সীমা ৩০০ বর্গফুটের পরিবর্তে ১৫০ বর্গফুট নির্ধারণ (সেবা পর্যায়ে)।

(৪) কতিপয় সেবার সংকুচিত হার নির্ধারণ/পরিবর্তন

(ক) ভবন নির্মাণ (আবাসন) খাতের বিদ্যমান ৩% মূল্য সংযোজন কর সংশোধন করে নিম্নবর্ণিত হারে নির্ধারণ করা হয়েছে:

আয়তন	মূল্য সংযোজনের নির্ধারিত হারের ভিত্তি	কর হার
ক) ১১০০ বর্গফুট পর্যন্ত	ভবন বিক্রয় বা হস্তান্তর বাবদ প্রাপ্ত সমুদয় অর্থের শতকরা ১০ ভাগ	১.৫%
খ) ১১০১-১৬০০ বর্গফুট পর্যন্ত	ভবন বিক্রয় বা হস্তান্তর বাবদ প্রাপ্ত সমুদয় অর্থের শতকরা ১৬.৬৮ ভাগ	২.৫%
গ) ১৬০১ বর্গফুট ও তদুর্ধ্ব	ভবন বিক্রয় বা হস্তান্তর বাবদ প্রাপ্ত সমুদয় অর্থের শতকরা ৩০ ভাগ	৪.৫%

(খ) ''স্বর্ণকার ও রৌপ্যকার এবং স্বর্ণের ও রৌপ্যের দোকানদার এবং স্বর্ণ পাকাকারী'' সেবার ক্ষেত্রে বর্তমানে ৩% হার বৃদ্ধি করে ৫% নির্ধারণ;

(গ) ''যোগানদার'' সেবার আওতায় বিদ্যমান সংকুচিত মূল্যভিত্তি ৪% এর পরিবর্তে ৫% নির্ধারণ।

(৫) কতিপয় পণ্য ও সেবার বিদ্যমান সম্পূরক শুল্ক পরিবর্তন/বৃদ্ধি

শিরোনামা সংখ্যা/এইচ এস কোড	পণ্যের বিবরণ	সম্পূরক শুল্কের বিদ্যমান হার	সম্পূরক শুল্কের পরিবর্তিত হার
৪৮.১৩ (সংশ্লিষ্ট এইচ.এস. কোড)	বিড়ি পেপার	০%	২০%
৬৯.১০ (সংশ্লিষ্ট এইচ.এস. কোড)	৬৯.১০ ভুক্ত সিরামিকের বাথটাব ও জিকুজি, শাওয়ার, শাওয়ার ট্রে	০%	২০%
সেবার কোড S০১২.১০ (টেলিফোন)	শুধুমাত্র মোবাইল ফোনের সিম/রিম কার্ড ব্যবহারের মাধ্যমে প্রদত্ত সেবা	০%	৫%

(৬) জনস্বাস্থ্য রক্ষার্থে তামাকজাত পণ্যের মূল্য ও সম্পূরক শুল্ক হার বৃদ্ধি

ক) সিগারেট

বিদ্যমান মূল্যস্তর (১০ শলাকার জন্য) টাকা	বিদ্যমান করভার	প্রস্তাবিত মূল্য (১০ শলাকার জন্য)	প্রস্তাবিত করভার (সম্পূরক শুল্ক হার)
১৫.০০-১৬.৫০	৪৩%	১৮.০০ টাকা	৪৮%
৩২.৫০-৩৫.০০	৬০%	২১.০০ টাকা হতে ৪২.০০ টাকা পর্যন্ত	৬০%
৫০.০০-৫৪.০০	৬১%	৪৪.০০ টাকা হতে ৬৯.০০ টাকা পর্যন্ত	৬১%
৯০ ও তদুর্ধ্ব	৬১%	৭০.০০ টাকা ও তদুর্ধ্ব	৬৩%

খ) বিড়ি

পণ্যের বিবরণ	বিদ্যমান ট্যারিফ মূল্য ও একক	প্রস্তাবিত ট্যারিফ মূল্য (১৫% বৃদ্ধি ধরে)	সম্পূরক শুল্ক হার
যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিত হাতে তৈরি বিড়ি (ফিল্টার বিযুক্ত)	টাকা ১.৩৭ (৮ শলাকা প্রতি প্যাকেট)	টাকা ১.৫৮	২৫
	টাকা ২.০৫ (১২ শলাকা প্রতি প্যাকেট)	টাকা ২.৩৬	২৫
	টাকা ৪.২৭ (২৫ শলাকা প্রতি প্যাকেট)	টাকা ৪.৯১	২৫
যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিত হাতে তৈরি বিড়ি (ফিল্টার সংযুক্ত)	টাকা ২.৩২ (১০ শলাকা প্রতি প্যাকেট)	টাকা ২.৬৯	৩০
	টাকা ৪.৬৪ (২০ শলাকা প্রতি প্যাকেট)	টাকা ৫.৩৪	৩০

(৭) ৬০ টি পণ্যের ট্যারিফ মূল্য যৌক্তিককরণসহ নতুন চারটি পণ্যের ক্ষেত্রে ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ।

(৮) এলাকাভেদে মূল্য সংযোজন কর এর হার পরিবর্তন

পাইকারী, খুচরা ব্যবসায়ি ও দোকানদার এর উপর এলাকাভেদে নিম্নবর্ণিতভাবে মূল্য সংযোজন কর এর হার পরিবর্তন করা হয়েছে:

এলাকা	বিদ্যমান (টাকা)	প্রস্তাবিত (টাকা)
ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকা	১১,০০০/-	১৪,০০০/-
অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এলাকা	৮,০০০/-	১০,০০০/-
জেলা শহরের পৌর এলাকা	৬,০০০/-	৭,২০০/-
দেশের অন্যান্য এলাকা	৩,০০০/-	৩,৬০০/-

(৯) অন্যান্য পরিবর্তন/সংশোধনী

ক) দুটি নতুন সেবা অর্থাৎ ''অনলাইনে পণ্য বিক্রয়'' এবং ''ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি'' এর সংজ্ঞা নির্ধারণপূর্বক মূসকের আওতায় আনা হয়েছে। অনলাইনে পণ্য বিক্রয়কে মূসক অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;

খ) খুচরা বিক্রয় পর্যায়ে মূসক আদায়ের ক্ষেত্রে বর্তমানে বলবৎ ''সুপারশপ'' এর মূসক এর হার ২% হতে বৃদ্ধি করে ৪% করা হয়েছে ;

গ) বর্তমানে মূসক-৭ ও বিনিয়োগ বোর্ডের পাশাপাশি রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পের জন্য পোশাক দপ্তর হিসাবে 'বস্ত্র অধিদপ্তরের' প্রত্যয়ণ পত্রের আলোকে আমদানি পর্যায়ে যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ ATV ব্যতীত খালাস নেয়ার বিধান করা হয়েছে ;

ঘ) ব্যাংক ডিপোজিট ও বিমান টিকিটের উপর বিদ্যমান আবগারি শুল্কের হার সময়োপযোগী করা হয়েছে;

ঙ) মোবাইলের সিমকার্ড এর উপর শুল্ক কর ৩০০ টাকা থেকে কমিয়ে ১০০ টাকা করা হয়েছে।

রাজস্ব আদায় কার্যক্রম

২০১৫-১৬ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর আওতায় ১,৭৬,৩৭০ কোটি টাকা কর-রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়ে রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ৯১,৩৫৯ কোটি টাকা। এ সময়ে এনবিআর কতৃর্ক কর রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৪ ৪৩.শতাংশ। খাতভিত্তিক রাজস্ব আদায় কার্যক্রম বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত রাজস্ব আদায়ের দিক থেকে সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে মূল্য সংযোজন কর (স্থানীয় ও আমদানি পর্যায়সহ)। মোট রাজস্ব সংগ্রহে আয়করও বর্ধিত অবদান রাখছে, রাজস্ব ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এটি একটি ইতিবাচক প্রবণতা। অর্থবছরের অবশিষ্ট সময়ে এ দুটি খাতে আরো গতি সঞ্চার হবে মর্মে আশা করা যায়। গত ২০১৪-১৫ অর্থবছরে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ১,৩৫,০২৮ কোটি টাকার বিপরীতে বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যেও লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে ১,৩৬,৭২৪ কোটি টাকা অর্জিত হয়েছে যা খুবই প্রশংসিত হয়েছে। সারণি ৪.২ -এ ২০১০-১১ অর্থবছর হতে চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ের খাতভিত্তিক রাজস্ব আদায়ের বিবরণ তুলে ধরা হলো:

সারণি ৪.২ঃ খাতভিত্তিক রাজস্ব আদায়

(কোটি টাকায়)

রাজস্ব আদায়ের খাতসমূহ	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬*
আমদানি শুল্ক	১১৫৬৬.০৫	১৩২৬৮.০৭	১৩২২৭.৫৫	১৩৫৪০.৮২	১৫৩৪৩.৩৮	১১২১৩.২৩
মূল্য সংযোজন কর (আমদানি পর্যায়ে)	১২৩৭৫.৮১	১৩৭৬৯.৬৪	১৪৮৪৬.৪৮	১৫৩১৮.৯০	১৭৬৯২.১২	১২৮৩৪.২৮
সম্পূরক শুল্ক (আমদানি পর্যায়ে)	৩৯৯৮.৭১	৪৩৬৮.৯০	৪২০৫.০১	৪৩৪৪.৪৩	৫২৫৭.৪০	৪১৮৯.৭৫
রপ্তানি শুল্ক	২৮.৭১	৩৮.৯৫	৩৩.৪৭	২৬.৪৬	৩৯.৫৮	২৬.০৬
উপ মোট	**২৭৯৫৯.২৮**	**৩১৪৪৫.৫৬**	**৩২৩১২.৫১**	**৩৩২৩০.৬১**	**৩৮৩৩২.৪৮**	**২৮২৬৩.৩২**
আবগারী শুল্ক	৪৮৬.১৮	৬৬০.৩৬	৭৭২.৫৩	৮২২.৩৯	৯৫৪.৭১	১২৭৫.৩১
মূল্য সংযোজন কর (স্থানীয় পর্যায়ে)	১৭৮৩২.৯৮	২১৯৮৮.৭২	২৬৩৬৭.২৬	২৯২৫২.১১	৩২২৭৬.৯০	২১৬৭৫.৭০
সম্পূরক শুল্ক (স্থানীয় পর্যায়ে)	৯৭০১.১৯	১১৯২০.১৯	১১৯৮৫.২৯	১৩৬৪৭.১৯	১৫৭৬২.০৩	১২২৬৩.১০
টার্ণ ওভার ট্যাক্স	৩.৬৩	৩.৪৫	৩.৬৮	৪.৭২	৪.৭৫	২.৯৫
উপ মোট	**২৮০২৩.৯৮**	**৩৪৫৭২.৭২**	**৩৯১২৮.৭৬**	**৪৩৭২৬.৪১**	**৪৮৯৯৮.৩৯**	**৩৫২১৭.০৬**
মোট পরোক্ষ কর	**৫৫৯৮৩.২৬**	**৬৬০১৮.২৮**	**৭১৪৪১.২৭**	**৭৬৯৫৭.০২**	**৮৭৩৩০.৮৭**	**৬৩৪৮০.৩৮**
আয়কর	২৩০০৭.৫৩	২৮২৬১.৮৭	৩৭১২০.৬৫	৪২৯১৫.৫০	৪৮৫২৫.০০	২৭২৭৮.১০
অন্যান্য কর ও শুল্ক	৪১২.০৪	৪৭৩.৯৬	৫৮৯.৮১	৬৪০.৩১	৬৬৮.১১	৬০০.৮৮
মোট প্রত্যক্ষ কর	**২৩৪১৯.৫৭**	**২৮৭৩৫.৮৩**	**৩৭৭১০.৪৬**	**৪৩৫৫৫.৮১**	**৪৯৩৯৩.১১**	**২৭৮৭৮.৯৮**
সর্বমোট	**৭৯৪০২.৮৩**	**৯৪৭৫৪.১১**	**১০৯১৫১.৭৩**	**১২০৫১২.৮৩**	**১৩৬৭২৩.৯৮**	**৯১৩৫৯.৩৬**
এনবিআর রাজস্বে পরোক্ষ কর (%)	**৭০.৫১**	**৬৯.৬৭**	**৬৫.৪৫**	**৬৩.৮৬**	**৬৩.৮৭**	**৬৯.৪৮**
এনবিআর রাজস্বে প্রত্যক্ষ কর (%)	**২৯.৪৯**	**৩০.৩৩**	**৩৪.৫৫**	**৩৬.১৪**	**৩৬.১৩**	**৩০.৫২**

উৎসঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। * ফেব্রুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত।

লেখচিত্র ৪.১: খাতভিত্তিক এনবিআর রাজস্ব আহরণের তুলনামূলক চিত্র (%)

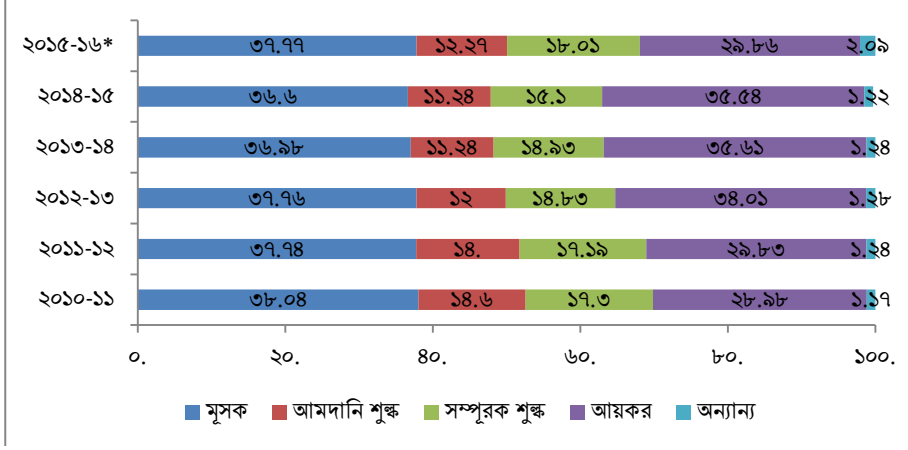

উৎসঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। * ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত।

সারণি ৪.২ ও লেখচিত্র ৪.১ হতে স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে, আয়কর এবং মূল্য সংযোজন কর (মূসক) রাজস্ব আদায়ে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। বরাবরের মতো মূল্য সংযোজন কর শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে এবং চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসের উপাত্ত অনুসারে এনবিআর রাজস্বের ৩৭.৭৭ শতাংশ এ উৎস হতে আহরিত হয়েছে। বিগত কয়েক বছরে এনবিআর রাজস্বে এ খাতের অবদান ৩৬-৩৮ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। রাজস্ব আয়ে আয়করের অবদান দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। আয়কর খাত হতে রাজস্ব আয়ের হার ২০১০-১১ অর্থবছরের ২৮.৯৮ শতাংশ হতে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৩৫.৫৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। তবে চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রথম আট মাসের উপাত্ত অনুসারে এ হার হ্রাস পেয়ে ২৯.৮৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। আয়কর আহরণের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি স্বত্ত্বেও বিগত কয়েক বছরে ৬৪-৭১ শতাংশ রাজস্ব আহরিত হচ্ছে পরোক্ষ উৎস হতে।

সরকারি ব্যয়

সরকারের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা এবং অন্যান্য জনগুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সম্পদ ব্যবহার তথা অর্থ ব্যয় অপরিহার্য। চলতি অর্থবছর এবং বিগত অর্থবছরসমূহে সরকারের অনুন্নয়নমূলক ব্যয়, উন্নয়নমূলক ব্যয় ও অন্যান্য ব্যয় এবং জিডিপি-র শতকরা হিসেবে তাদের অনুপাত সারণি ৪.৩ -এ দেখানো হলো:

সারণি ৪.৩ঃ সরকারি ব্যয়

(কোটি টাকায়)

	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
সরকারি ব্যয় (ক+খ+গ)	৯৩৬০৮	৯৪১৪০	১১০৫২৩	১৩০০১১	১৬১২১৩	১৮৯৩২৬	২১৬৬২২	২৩৯৬৬৮	২৬৪৫৬৪
(ক) অনুন্নয়নমূলক ব্যয়	৫৭৪২৫	৬৭১২৫	৭৭১২৭	৮৩১৭৭	১০০৯৮৬	১১০৬২৭	১৩৪৯০৭	১৪৯৩৯৯	১৬৩৬৬২
(খ) উন্নয়নমূলক ব্যয়	২৪৩৫০	২৫৭০২	৩১৮১৬	৩৯৬১৫	৪৫৬৫০	৫৭৭৫১	৬৫১৪৫	৮০৪৭৬	৯৫৮৯৭
(গ) অন্যান্য ব্যয়	১১৮৩৩	১৩১৩	১৫৮০	৭২১৯	১৪৫৭৭	২০৯৪৮	১৬১৭০	৯৭৯৩	৫০০৫
	জিডিপি'র শতকরা হিসেবে (ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬)								
সরকারি ব্যয় (ক+খ+গ)	১৪.৮৯	১৩.৩৫	১৩.৮৬	১৪.২০	১৫.২৮	১৫.৭৯	১৬.১২	১৫.৮১	১৫.৩০
(ক) অনুন্নয়নমূলক ব্যয়	৯.১৩	৯.৫২	৯.৬৭	৯.০৮	৯.৫৭	৯.২৩	১০.০৪	৯.৮৬	৯.৪৬
(খ) উন্নয়নমূলক ব্যয়	৩.৮৭	৩.৬৫	৩.৯৯	৪.৩৩	৪.৩৩	৪.৮২	৪.৮৫	৫.৩১	৫.৫৪
(গ) অন্যান্য ব্যয়	১.৮৮	০.১৯	০.২০	০.৭৯	১.৩৮	১.৭৫	১.২০	০.৬৫	০.২৯

উৎসঃ বাজেটের সংক্ষিপ্তসার, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

নোটঃ উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেট ভিত্তিক। উন্নয়নমূলক ব্যয়ের মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, এডিপি বহির্ভূত কাবিখা, এডিপি বহির্ভূত প্রকল্প ও রাজস্ব বাজেটের আওতায় উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য ব্যয়ের মধ্যে নীট খাদ্য হিসাব, ঋণ ও অগ্রিম হিসাব অন্তর্ভুক্ত।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) বরাদ্দ ও ব্যয়

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বল্পমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার এবং ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের মাধ্যমে দারিদ্র নিরসন ও জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে এডিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। ফলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সরকারি বিনিয়োগের মোট আকার ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং প্রকল্প সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বিগত বছরগুলোতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে দেশে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সরবরাহ বৃদ্ধি, মানব সম্পদ উন্নয়ন, খাদ্য ঘাটতি পূরণ, সবার জন্য স্বাস্থ্য সেবা ও শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, অপরাধ দমন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন, স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানি সরবরাহ, মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা ব্যবস্থার (প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বৃত্তিমূলক) উন্নয়ন ডিজিটাল তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক কর্মসূচির প্রসার ও উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপি'র আকার সর্বমোট ৯৩,৮৯৪.০০ কোটি টাকা (সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়ন ২৮৯৪.০০ কোটি টাকাসহ) যার মধ্যে স্থানীয় মুদ্রা ৬৪,৭৩৪.০০ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ২৯,১৬০.০০ কোটি টাকা। তন্মধ্যে সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়ন বাদ দিলে অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত সম্পদ মোট ৯১,০০০.০০ কোটি টাকা (স্থানীয় মুদ্রা ৬১,৮৪০.০০ কোটি ও প্রকল্প সাহায্য ২৯,১৬০.০০ কোটি)। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দসহ সর্বমোট ১,৪৫৮টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যার মধ্যে বিনিয়োগ প্রকল্প ১,১২৪টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ১৭৮টি, জেডিসিএফ অর্থায়িত প্রকল্প ১৩টি এবং স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে ১৪৩টি প্রকল্প। সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়ন বাদে মোট প্রকল্প সংখ্যা ১,৩১৫টি। সারণি-৪.৪ থেকে দেখা যায় যে, ২০১৪-১৫ অর্থবছরের যেখানে প্রকল্প সংখ্যা ছিল ১,২০৪টি সেখানে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপিতে মোট প্রকল্প সংখ্যা হলো ১,৩১৫টি।

সারণি ৪.৪ঃ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মূল ও সংশোধিত বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	প্রকল্প সংখ্যা	এডিপি বরাদ্দ			প্রকল্প সংখ্যা	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			ব্যয় (সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের ব্যয় %)		
		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ		মোট	টাকা	প্রঃ সাঃ	মোট (%)	টাকা (%)	প্রঃ সাঃ (%)
২০১৫-১৬*	৯৯৯	৯৭০০০	৬২৫০০	৩৪৫০০	১৩১৫	৯১০০০	৬১৮৪০	২৯১৬০	৩৩২০৯	২২৮৫৪	১০৩৫৫
									(৩৬%)	(৩৭%)	(৩৫%)
২০১৪-১৫	১১৮৭	৮০৩১৫	৫২৬১৫	২৭৭৭০	১২০৪	৭৫০০০	৫০১০০	২৪৯০০	৬৮৫২৪	৪৬০৮০	২২৪৪৪
									(৯১%)	(৯২%)	(৯০%)
২০১৩-১৪	১০৪৬	৬৫৮৭০	৪১৩০৭	২৪৫৬৩	১২৫৪	৬০০০০	৩৮৮০০	২১২০০	৫৬৭৪৭	৩৮০৫১	১৮৬৯৬
									(৯৫%)	(৯৮%)	(৮৮%)
২০১২-১৩	১০৩৭	৫৫০০০	৩৩৫০০	২১৫০০	১২০৫	৫৭১২০	৩৮৬২০	১৮৫০০	৫০০৩৫	৩৩৬৩৯	১৬৩৯৬
									(৯৬%)	(৯৯%)	(৮৯%)
২০১১-১২	১০৩৯	৪৬০০০	২৭৩১৫	১৮৬৮৫	১২৩১	৪১০৮০	২৬০০০	১৫০০০	৩৮০২৩	২৫৪৪৮	১২৫৭৫
									(৯৩%)	(৯৮%)	(৮৪%)
২০১০-১১	৯১৬	৩৮৫০০	২৩২০০	১৫৩০০	১১৮৫	৩৫৮৮০	২৩৯৫০	১১৯৩০	৩২৮৫৫	২৩০৪৫	৯৮১০
									(৯২%)	(৯৭%)	(৮২%)
২০০৯-১০	৮৮৬	৩০৫০০	১৭৬৫৫	১২৮৪৫	১১০০	২৮৫০০	১৭২০০	১১৩০০	২৫৯১৭	১৬৪০৫	৯৫১২
									(৯১%)	(৯৫%)	(৮৪%)
২০০৮-০৯	৯০৪	২৫৬০০	১৩৬০০	১২০০০	১০৪০	২৩০০০	১২৮০০	১০২০০	১৯৭০১	১১৮৭৩	৭৮২৮
									(৮৬%)	(৯৩%)	(৭৭%)
২০০৭-০৮	৯৩১	২৬৫০০	১৬৭০০	৯৮০০	১০৫৮	২২৫০০	১৩৫৫০	৮৯৫০	১৮৪৫৫	১১৪৮০	৬৯৭৫
									(৮২%)	(৮৫%)	(৭৮%)

উৎসঃ কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি। নোট: এডিপির হিসাব সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়ন ব্যতীত দেখানো হয়েছে * ব্যয় ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত

সারণি-৪.৪ থেকে দেখা যায় যে, ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সংশোধিত বরাদ্দ ছিল ২২,৫০০.০০ কোটি টাকা যা ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে চারগুনের বেশি উন্নীত হয়ে ৯১,০০০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। এ সময়কালে প্রকল্প সংখ্যাও আকার বৃদ্ধি পেয়েছে, একই সাথে বাস্তবায়ন হারেও বেশ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের যেখানে সংশোধিত এডিপি'র বাস্তবায়ন হার ৮২ শতাংশ সেখানে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে এ হার ৯১ শতাংশ উন্নীত হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত সংশোধিত বরাদ্দের বিপরীতে বাস্তবায়ন হার ৩৬ শতাংশ।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি বরাদ্দের গঠনবিন্যাস

খাতভিত্তিক এডিপি বরাদ্দের তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে, বিদ্যুৎ, জ্বালানি, পরিবহণ খাতে বর্ধিত বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে উৎপাদন সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণ করে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ তৈরির প্রয়াস অব্যাহত রাখা হয়েছে। একইভাবে আর্থ-সামাজিক ও ভৌত অবকাঠামো খাতে এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয় ক্রমশঃ বৃদ্ধির প্রবণতা সরকার কর্তৃক অনুসৃত নীতি ও কৌশলের সাথে সংগতিপূর্ণ। নিচের সারণি ৪.৫-এ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি সংশোধিত বরাদ্দের গঠন বিন্যাস দেখানো হলো:

সারণি ৪.৫ঃ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারী বিভাজনের তুলনামূলক চিত্র

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	২০১০-২০১১		২০১১-২০১২		২০১২-২০১৩		২০১৩-২০১৪		২০১৪-২০১৫		২০১৫-২০১৬	
সেক্টর	**বরাদ্দ**	**%**	**বরাদ্দ**	**%**	**বরাদ্দ**	**%**	**বরাদ্দ**	**%**	**বরাদ্দ**	**%**	**বরাদ্দ**	**%**
১. কৃষি	২৩১৭.৫৪	৬.৬০	২৫৪১.৩৪	৬.১৯	২৯০৫.৭৬	৫.০৯	৩৫২৭.৫৩	৫.৫৪	৪১৬৮.১৯	৫.৩৫	৪৪১০.০৫	৪.৮৫
২. পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান	৪৫৫০.২৩	১২.৭২	৫০৫৭.৬১	১২.৩১	৬৭১২.৪৭	১১.৭৫	৬৯৭৭.১৫	১০.৯৫	৭৮৪০.০৯	১০.০৭	৯০৪৬.১৩	৯.৯৪
৩. পানি সম্পদ	১২৩২.৮২	৩.৫১	১৪২০.৪৬	৩.৪৬	১৫৯৩.২৫	২.৭৯	১৮৮৯.৩৮	২.৯৭	২০৩৫.৯২	২.৬২	২৬০৯.৪৯	২.৮৭
৪. শিল্প	৪৩১.১০	১.২৩	৯৬৯.০৫	২.৩৬	১৯২৪.১৮	৩.৩৭	৩১৪৪.৮২	৪.৯৪	২১৭৮.৩২	২.৬১	১৭১১.৩৫	১.৮৮
৫. বিদ্যুৎ	৫০১৭.০৮	১৪.২৮	৭২০৮.১০	১৭.৫৫	৮৫৬৯.০৪	১৫.০০	৮০৬৬.১১	১২.৬৬	৮২২৩.৭১	১০.৫৬	১৫৪৭৮.২১	১৭.০১
৬. তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ	১০৭১.৫০	৩.০৫	৭৩৮.৮২	১.৮০	৩৩৯১.৯৩	৫.৯৪	৩৭৭৫.০৭	৫.৯৩	২২০৯.৩৩	২.৮৪	১০৬৮.১৭	১.১৭
৭. পরিবহণ	৫২৪২.২৭	১৪.৯২	৬২৪৩.২৪	১৫.২০	৮৮৭৮.৩২	১৫.৫৪	১০৭৫৭.২৮	১৬.৮৯	১৭৬৩২.৩০	২২.৬৫	১৯২১২.১৩	২১.১১
৮. যোগাযোগ	২৭৯.৯৩	০.৮০	৮৭৭.৯৬	২.১৪	৯৩৭.৬০	১.৬৪	৮০৮.৭৬	১.২৭	১০২৩.১৬	১.৩১	১৪৩৪.৮২	১.৫৮
৯. ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ	৩৩৪৬.১৪	৯.৫৩	৪১৯৬.০৯	১০.২১	৭০০৪.২২	১২.২৬	৬২১৮.৭১	৯.৭৬	৮৩৪৭.৫৭	১০.৭২	১১০৯২.৩৮	১২.১৯
১০. শিক্ষা ও ধর্ম	৫০৫৩.৮৪	১৪.৩৯	৪৮২৯.০৬	১১.৭৬	৬৬২৮.৬৫	১১.৬০	৮০৬৪.৯৯	১২.৬৬	৯০৯১.৪০	১১.৬৮	১০১০১.৭৪	১১.১০
১১. ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	৩৮১.৭৫	১.০৯	১৫২.৪২	০.৩৭	১৭৭.৫২	০.৩১	২৬৫.৯২	০.৪২	১৬৬.৯২	০.২১	২৬১.০০	০.২৯
১২. স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবারকল্যাণ	৩১৬৪.৬৮	৯.০১	৩৩৮৫.১৫	৮.২৪	৪০২৭.৩১	৭.০৫	৪২১৯.৭৯	৬.৬২	৫০৪১.৬১	৬.৪৮	৫৫৫৬.৪৭	৬.১১
১৩. গণসংযোগ	৯২.৬০	০.২৬	৮৬.২৫	০.২১	৫২.০৪	০.০৯	১১১.৯	০.১৮	১০৯.৯৫	০.১৪	১১৭.৯৮	০.১৩
১৪. সমাজকল্যাণ, মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন	৩৩২.৬৬	০.৯৫	৩২৫.০৭	০.৭৯	৪০৯.১১	০.৭২	৪৫১.৩১	০.৭১	৪০৯.০৪	০.৫৩	৪২৪.৪৮	০.৪৭
১৫. জন প্রশাসন	১০৯৫.২৮	৩.১২	৯৮২.৪৪	২.৩৯	১০৩৭.২০	১.৮২	১৩৯০.৭৯	২.১৮	১৭১৮.৪৫	২.২১	২৩২৭.৪৩	২.৫৬
১৬. বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	১৫১.৯৬	০.৪৩	১৩৯.৭৪	০.৩৪	২৯৯.২০	০.৫২	১৫৫৯.০৩	২.৪৫	৪৬২৮.৮২	৫.৯৫	১৮০৮.৩৮	১.৯৯
১৭. শ্রম ও কর্মসংস্থান	৪৬.৩৮	০.১৩	১৩০.৯৭	০.৩২	২৮২.৭৫	০.৫০	৩৫৪.৪	০.৫৬	৫১১.১০	০.৬৬	৪২১.২৯	০.৪৬
থোক/বরাদ্দ	**১৩২২.২৪**		**১৭৯৬.২৩**		**২২৮৯.৪৫**		**২১২২.২৯**		**২৬৫০.৪৩**		**২১৯৮.৫০**	
সর্বমোট বরাদ্দ	**৩৫১৩০.০০**		**৪১০৮০.০০**		**৫৭১২০.০০**		**৬৩৭০৫.২৩**		**৭৭৮৪১.৬৯**		**৮৭০৮১.৫০**	**৯৫.৬৯**

উৎস: কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন। **নোট:** উপাত্তসমূহ সংশোধিত এডিপি ভিত্তিক।

সারণি ৪.৫ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ২০১০-১১ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থ বছর পর্যন্ত এডিপিতে খাত ভিত্তিক সংশোধিত বরাদ্দের ধারায় এডিপি'র ১৭টি খাতের মধ্যে পরিবহণ, বিদ্যুৎ, শিক্ষা ও ধর্ম, ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন খাত পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান খাত, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ খাত এবং কৃষি খাতকে বরাদ্দের ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বিগত ৪টি অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি'তে পরিবহন সেক্টরে ক্রমান্বয়ে সর্বাধিক বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে। বিশেষ করে পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ কাজকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করায় এ প্রকল্পের অনুকূলে ৩,৫৯২.০৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করার ফলে ২০১৫-১৬ অর্থবছরেও পরিবহণ খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ রাখা হয়, যা ঐ অর্থবছরে মোট এডিপি বরাদ্দের ২১.১১ শতাংশ। বিদ্যুৎ সেক্টরেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বরাদ্দ প্রদানের ধারা অব্যাহত রাখায় গত ৫টি অর্থবছরে (২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬ পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে) এ সেক্টরে বরাদ্দ রাখা হয়েছে মোট উন্নয়ন বরাদ্দের যথাক্রমে ১৭.৫৫ শতাংশ, ১৫.০০ শতাংশ, ১২.৬৬ শতাংশ, ১০.৫৬ শতাংশ ও ১৭.০১ শতাংশ। বিদ্যুৎ খাতে গুরুত্বপূর্ণ মেগা প্রকল্প - 'মাতারবারি আল্ট্রাসুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রকল্প' সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এ খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি পায় ১৫,৪৭৮.২১ কোটি টাকায়, যা' সংশোধিত এডিপি'র ১৭.০১ শতাংশ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতায় রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে ৫৯৫.১৩ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করায় এ খাতে মোট ১৮০৮.৩৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়, যা মোট এডিপি বরাদ্দের ১.৯৯ শতাংশ। সরকার এ সময়ে পরিবহণ ও বিদ্যুৎ খাতের পাশাপাশি মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট ছিল। শিক্ষা ও ধর্ম খাতে উন্নয়ন বরাদ্দ পূর্ববর্তী অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ১১.৬৮ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে চলতি অর্থবছরে ১১.১০ শতাংশ হলেও পরিমাণের দিক থেকে চলতি অর্থবছরে বেশি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। একই ভাবে গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়ন ও অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান খাতে ২০১০-১১ অর্থ বছর থেকে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দের হার বৃদ্ধি না পেলেও আকারের দিক থেকে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের এডিপি'র আওতাভুক্ত প্রকল্প/কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে এটাই প্রত্যাশিত।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ

বিগত এক দশকে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে গড়ে প্রায় ৫৭ শতাংশের মত সম্পদ যোগান দেয়া হয়েছে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে। এডিপিতে অভ্যন্তরীণ সম্পদ যোগানের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়াকে ইতিবাচক অগ্রগতি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। সারণি ৪.৬ - এ বিগত কয়েক বছরের এডিপি অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ তুলে ধরা হলো:

সারণি ৪.৬ঃ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ (সংশোধিত বরাদ্দ অনুযায়ী)

(কোটি টাকায়)

	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
এডিপি	২২৫০০	২৩০০০	২৮৫০০	৩৫৫৮৮	৪১০০০	৫২৩৩৬	৬০০০০	৭৫০০০	৯১০০০
মোট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	৭৯৭৩	১০০১০	১২০০০	২০৮৫০	২৪৭৯৪	৩৮৬২০	৩৮৮০০	৫০১০০	৬১৮৪০
এডিপি'র শতকরা হিসেবে মোট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	৩৫.৪৪	৪৩.৫২	৪২.১১	৫৮.৫৯	৬০.৪৭	৭৩.৭৯	৬৪.৬৭	৬৬.৮০	৬৭.৯৬

উৎসঃ কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।

২০০৭-০৮ অর্থবছর থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দের পরিমাণ ও হার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় কেবল ২০০৭-০৮ থেকে ২০০৯-১০ পর্যন্ত তিনটি অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কম সম্পদ, অর্থাৎ ৫০ শতাংশের নিম্নে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উপর্যুপরি বন্যা এবং ঘুর্ণিঝড় সিডর ও আইলা পরবর্তী বর্ধিত বৈদেশিক সাহায্য পাওয়ায় উক্ত বছরসমূহের সংশোধিত এডিপিতে বৈদেশিক সাহায্যের অবদান বৃদ্ধি পাওয়ায় তুলনামূলকভাবে অভ্যন্তরীণ উৎসের অবদান হ্রাস পায়।

২০১০-১১ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সম্পদ যোগান পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে ৫৮.৫৯ শতাংশ থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপিতে ৭৩.৭৯ শতাংশে উপনীত হয় যা এ যাবৎ কালের মধ্যে সর্বোচ্চ বরাদ্দ। অপরদিকে এই ক্রমাগত বৃদ্ধির ধারার পরিবর্তন আসে ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে যেখানে ৬৪.৬৭ শতাংশ বরাদ্দ দেয়া হয় অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে। চলতি ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ দেয়া হয় ৬৭.৯৬ শতাংশ। উল্লেখ্য সাম্প্রতিক পাঁচ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার পূর্বের বছরসমূহের তুলনায় ধারাবাহিকভাবে উল্লেখযোগ্য আকারে বড় হওয়া স্বত্ত্বেও এডিপিতে অভ্যন্তরীণ সম্পদ যোগানের পরিমাণ গড়ে ৬৬.৭৪ শতাংশের ওপর যা তৎপূর্ববর্তী বছরসমূহের তুলনায় উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বেশি।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার জন্য গৃহীত ব্যবস্থা

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা এবং সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দক্ষতা নিশ্চিতকল্পে সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনাকে আইনী কাঠামোয় পরিচালনার জন্য বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) আওতাধীন সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ) প্রতিষ্ঠিত হয়। সিপিটিইউ প্রতিষ্ঠার পর পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন (পিপিএ)-২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা (পিপিআর)-২০০৮ জারি করা হয়। পিপিআর-২০০৮ এর আওতায় ক্রয় প্রক্রিয়ায় ব্যবহারের জন্য স্ট্যান্ডার্ড টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। আইএমইডি'র অধীনে সিপিটিইউ এর তত্ত্বাবধানে পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ এর উপর ভিত্তি করে সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া অন-লাইনে সম্পাদন করার বিষয়টিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করার লক্ষ্যে ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট বা ই-জিপি (www.eprocure.gov.bd) ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। স্থাপন করা হয়েছে জাতীয় ডাটা সেন্টার। সিপিটিইউ এই ব্যবস্থার প্রশাসন, পরিচালন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করছে। ই-জিপি'কে সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য সিপিটিইউ'তে স্থাপন করা হয়েছে হেল্প ডেস্ক। কর্মকর্তা ও দরদাতাদের প্রশিক্ষণ অব্যাহত রয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে চারটি সরকারি সংস্থা যথাঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড এবং বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের দপ্তরে সরকারি ক্রয়ে পাইলট ভিত্তিতে ই-জিপি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

পর্যন্ত মোট ৩৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর ১৪৮টি সংস্থার ২,২৫৭টি ক্রয় এজেন্সি ই-জিপি ব্যবস্থার আওতায় এসেছে। একই সঙ্গে ২০,০৮৩টি দরদাতা/প্রতিষ্ঠান ই-জিপি'তে নিবন্ধিত হয়েছে এবং ই-জিপি সিস্টেমে ৪৬,৪৫৮টি দরপত্র আহবান করা হয়েছে।

বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

'বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৯'-এ বার্ষিক বাজেট ঘাটতি ধারণযোগ্য পর্যায়ে রাখার জন্য কার্যকর সকল ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা রয়েছে। সে লক্ষ্যে সরকার বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার ব্যাপারে সতর্ক ও সংযত রয়েছে। সারণি ৪.৭ -এ বিগত কয়েক বছরের বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়নের উপাত্ত উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ৪.৭ঃ জিডিপির শতকরা হারে বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য (বৈদেশিক অনুদান ব্যতীত)	-৫.২৬	-৩.৫৪	-৩.৮৯	-৩.৮০	-৪.৩৯	-৪.১৪	-৪.৪৩	-৫.০০	-৫.০০
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য (বৈদেশিক অনুদান সহ)	-৪.৫৬	-২.৮৪	-৩.৪২	-৩.৩৪	-৩.৯৭	-৩.৭০	-৩.৯৯	-৪.৬০	-৪.৭০
নীট অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	৩.১৭	২.০১	২.১৭	২.৭১	৩.২৭	২.৭১	৩.০৫	৩.৬১	৩.৫৯
নীট বৈদেশিক অর্থায়ন (অনুদান ব্যতীত)	১.৩৯	০.৮৩	১.২৫	০.৬৩	০.৭০	০.৯৯	০.৯৪	১.০৫	১.১৫
নীট বৈদেশিক অর্থায়ন (অনুদানসহ)	২.০৯	১.৫৩	১.৭২	১.০৯	১.১২	১.৪৩	১.৩৮	১.৪২	১.৪৪

উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বিবিএস ও বাংলাদেশ ব্যাংক। **নোট:** উপাত্তসমূহ সংশোধিত বাজেট ভিত্তিক। জিডিপির ভিত্তিবছর ২০০৫-০৬।

* অর্থ বিভাগের iBAS এর তথ্যের ভিত্তিতে, প্রকৃত ব্যয় অনুযায়ী, ২০০৫-০৬ হতে ২০১৪-১৫ পর্যন্ত জিডিপির শতকরা হারে সার্বিক বাজেট ভারসাম্য (অনুদান ব্যতীত) দাঁড়িয়েছে যথক্রমে ২.৭১, ২.৮২, ৪.৯৬, ৩.৫১, ৩.২১, ৩.৮৬, ৩.৫৮, ৩.৯০, ৩.৫৪ এবং ৩.৮১ শতাংশ।

উপরের সারণি হতে স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে ২০০৭-০৮ অর্থবছর ছাড়া অন্যান্য অর্থবছরসমূহে বৈদেশিক অনুদান ব্যতীত সার্বিক বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৫ শতাংশের নিচে/সমান রয়েছে। বৈদেশিক অনুদানকে প্রাপ্তি হিসেবে বিবেচনা করলে এ হার ২০০৮-০৯ অর্থবছর হতে ২০১৩-১৪ পর্যন্ত ৪ শতাংশের নীচে রয়েছে তবে ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ অর্থবছরে তা বেড়ে ৪ শতাংশের উপরে দাঁড়িয়েছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে বিপিসির দায়-দেনা পরিশোধের কারণে বাজেট ঘাটতি কাঙ্খিত মাত্রা সামান্য ছাড়িয়ে যায়।

সরকারি ঋণ

সামাজিক কল্যাণে ব্যয় নির্বাহ, অপ্রত্যাশিত জরুরি ব্যয় মোকাবেলা, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যয় নির্বাহ ইত্যাদি কারণে সৃষ্ট বাজেট ঘাটতি পূরণকল্পে সরকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঞ্জিত ঋণের পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ২২০.১৭ শতাংশ হ্রাস পেলেও ব্যাংক-বহির্ভূত উৎস থেকে গৃহীত ঋণ ৫৫.৭৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সরকারের গৃহীত ঋণের পরিমাণ (নীট) দাঁড়ায় ২৬,০১৯.০০ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ১.৭ শতাংশ। এ সময়ে ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত ঋণের পরিমাণ (নীট) ছিল -৮৬৬১.৩০ কোটি টাকা এবং ব্যাংক-বহির্ভূত উৎস থেকে ঋণের পরিমাণ (সঞ্চয় অধিদপ্তরের স্কীমসহ) ৩৪,৬৮০.৩০ কোটি টাকা ছিল। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ শেষে নীট ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১১,৫১১.৮০ কোটি টাকা। ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন উৎস থেকে সরকার গৃহীত ঋণের গতিধারা লেখচিত্র ৪.২ এবং সারণি ৪.৮ -এ দেখানো হলো:

সারণি ৪.৮ঃ অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে গৃহীত সরকারি ঋণের (নীট) গতিধারা

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ঋণ (নীট)			ব্যাংক-বহির্ভূত উৎস থেকে গৃহীত সরকারের ঋণ	সরকারের মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ	জিডিপি'র শতকরা অংশ
	বাংলাদেশ ব্যাংক	তফসিলি ব্যাংক	মোট ঋণ			
২০০৮-০৯	২৯৫৮.২	৮৩১৭.৯	১১২৭৬.১	৫৬৪৩.১	১৬৯১৯.২	২.৪
২০০৯-১০	-৬৬৩৪.৯	২৮৪২.০	-৩৭৯২.৯	১২৪১৯.৪	৮৬২৬.৫	১.১
২০১০-১১	৯৭২৯.২	৯১৫১.৫	১৮৮৮০.৭	২০৮৮.১	২০৯৬৮.৮	২.৩
২০১১-১২	৫৯৬৩.৯	১৩৩৪০.৯	১৯৩০৪.৮	২১৬০.৪	২১৪৬৫.২	২.০
২০১২-১৩	-৬৭৭৬.৬	২৩৪৪৩.২	১৬৬৬৬.৬	৭৬৩৪.৮	২৪৩০১.৪	২.০
২০১৩-১৪	-১৭৪৯৭.৭	২৪৭০৪.৯	৭২০৭.২	১৫৩৪৪.৩	২২৫৫১.৫	১.৭
২০১৪-১৫	-১৮২১.৯	৬৮৩৯.৪	-৮৬৬১.৩	৩৪৬৮০.৩	২৬০১৯.০	১.৭
২০১৫-১৬*	২৬১.১	-৮৬৪০.৩	-৮৩৭৯.২	১৯৮৯১.০	১১৫১১.৮	-

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক; * জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত।

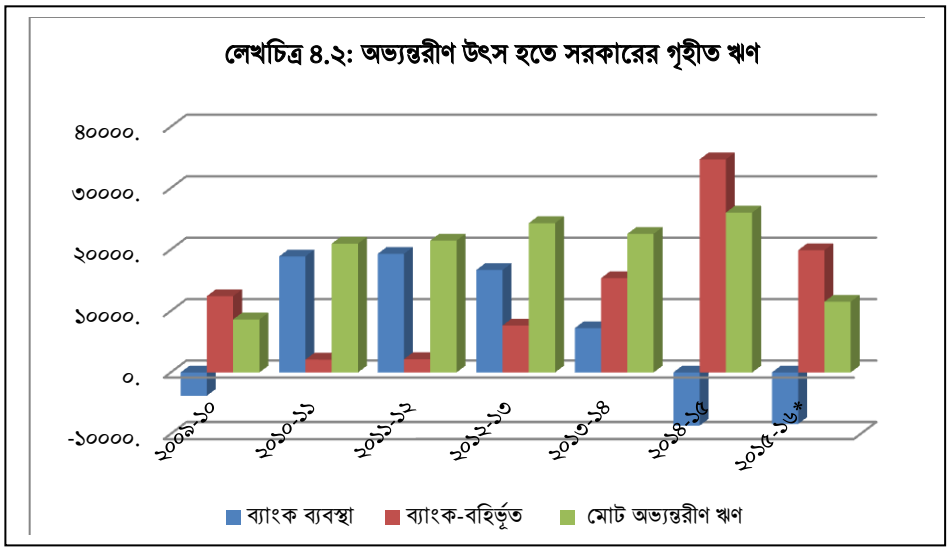

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক; * জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত।

বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্ত সম্পদ

সাম্প্রতিক বছরসমূহের বাজেটে বৈদেশিক সহায়তার ওপর নির্ভরতা ক্রমহ্রাসমান। এ সময়কালে বিভিন্ন অর্থবছরে ঋণ ও অনুদানের পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটছে। তবে বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহীত ঋণের আসল ও সুদ পরিশোধ প্রতি বছর ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। এতে করে বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্ত নীট সম্পদের প্রবাহের বৃদ্ধির গতিও শ্লথ, এমনকি মাঝে-মধ্যে হ্রাসও পাচ্ছে। বাংলাদেশ কর্তৃক বৈদেশিক ঋণের সুদ ও আসল পরিশোধের বিবরণ সারণি ৪.৯ -এ সন্নিবেশ করা হলো:

সারণি ৪.৯ঃ বৈদেশিক উৎস থেকে গৃহীত সরকারের ঋণ ও অনুদান গ্রহণ এবং আসল ও সুদ পরিশোধ পরিস্থিতি

(মিলিয়ন ইউএস ডলার)

অর্থবছর	ঋণ ও অনুদান গ্রহণ			আসল ও সুদ পরিশোধ			নীট বৈদেশিক প্রবাহ	
	অনুদান	ঋণ	মোট	সুদ	আসল	মোট	আসল পরিশোধ পরবর্তী	আসল ও সুদ পরিশোধ পরবর্তী
১	২	৩	৪(=২+৩)	৫	৬	৭(=৫+৬)	৮(=৪-৬)	৯(=৪-৭)
২০০৭-০৮	৬৫৮	১৪০৩	২০৬১	১৮৪	৫৮৬	৭৭০	১৪৭৫	১২৯১
২০০৮-০৯	৬৫৮	১১৮৯	১৮৪৭	২০০	৬৫৫	৮৫৫	১১৯২	৯৯২
২০০৯-১০	৬৩৪	১৫৮৮	২২২২	১৯০	৬৮৫	৮৭৫	১৫৩৭	১৩৪৭
২০১০-১১	৭৪৫	১০৩২	১৭৭৭	২০০	৭২৯	৯২৯	১০৪৮	৮৪৮
২০১১-১২	৫৮৮	১৫৩৮	২১২৬	১৯৭	৭৭০	৯৫৭	১৩৫৭	১১৬০
২০১২-১৩	৭২৬	২০৮৫	২৮১১	১৯৬	৮৯৫	১০৯১	১৯৯৫	১৭১৯
২০১৩-১৪	৬৮১	২৪০৪	৩০৮৫	২০৬	১০৮৮	১২৯৪	১৯৯৭	১৭৯১
২০১৪-১৫	৫৫৭	২৪৭২	৩০২৯	১৮৮	৯০৯	১০৯৭	২১২০	১৯৩২
২০১৫-১৬*	৩১২	১৫০৫	১৮১৭	১১৩	৫০৯	৬২২	১৩০৮	১১৯৫

উৎসঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। * জানুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত।

বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্ত সম্পদের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বৈদেশিক সহায়তার পরিমাণ ৩০২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের প্রাপ্তি ৩,০৮৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে ১.৮২ শতাংশ কম। এ সময়ে দায় পরিশোধ ছিল ১০৯৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের দায় পরিশোধ হতে ১৫.২২ শতাংশ কম। ফলে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বৈদেশিক সহায়তার নীট প্রবাহ পূর্ববর্তী অর্থবছর হতে ৭.৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে অর্থাৎ জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত যে পরিমাণ বৈদেশিক সহায়তা পাওয়া গেছে সে বিবেচনায় অর্থবছরের শেষে বৈদেশিক সম্পদের নীট প্রবাহ বাড়তে পারে।

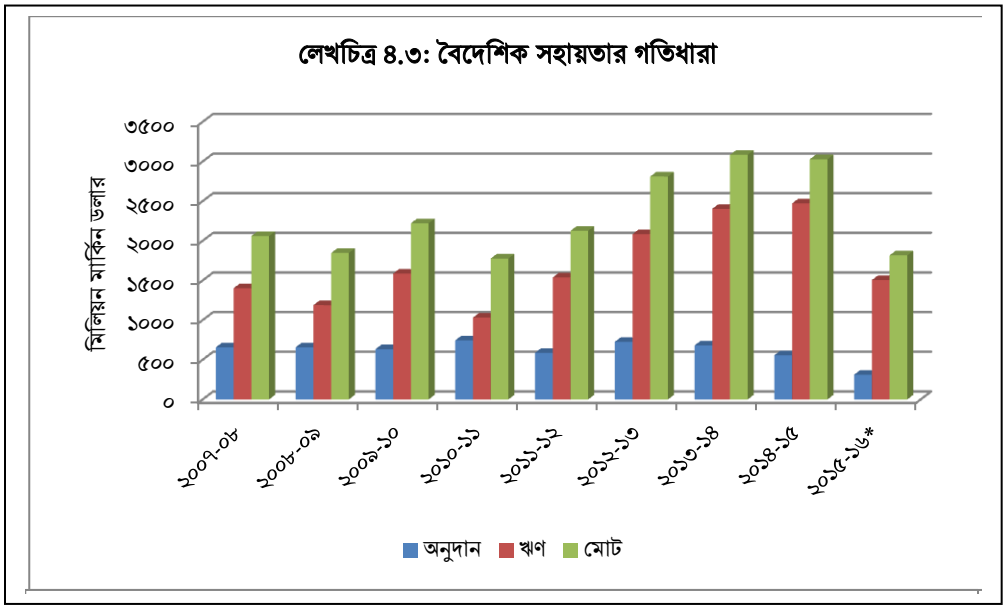

উৎসঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। * জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত।

সারণি ৪.১০: এক নজরে বাজেট

(অংকসমূহ কোটি টাকায়)

বিবরণ	সংশোধিত ২০১৫-১৬	বাজেট ২০১৫-১৬	হিসাব ২০১৪-১৫
রাজস্ব প্রাপ্তি ও বৈদেশিক অনুদান			
রাজস্ব প্রাপ্তি	**১,৭৭.৪০০**	**২,০৮,৪৪৩**	**১,৪৫,৯৬৬**
করসমূহ	১,৫৫,৪০০	১,৮২,২৪৪	১,২৮,৭৯৮
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রণাধীন করসমূহ	১,৫০,০০০	১,৭৬,৩৭০	১,২৩,৯৭৭
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত করসমূহ	৫,৪০০	৫,৮৭৪	৪,৮২১
কর ব্যতীত প্রাপ্তি	২২,০০০	২৬,১৯৯	১৭,১৬৭
বৈদেশিক অনুদান	**৫,০২৭**	**৫,৮০০**	**২,৩২৪**
মোট প্রাপ্তি	**১,৮২,৪২৭**	**২,১৪,২৪৩**	**১,৪৮,২৯০**
ব্যয়			
অনুন্নয়নমূলক ব্যয়	১,৬৩,৬৬২	১,৮৪,৫৫৯	১,৩৬,৩৫৮
অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়	১,৫০,৩৮১	১,৬৪,৫৭১	১,১৮,৯৯৪
অভ্যন্তরীণ ঋণের সুদ	৩০,০৪৪	৩৩,৩৯৬	২৯,৪৩৬
বৈদেশিক ঋণের সুদ	১,৬২৫	১,৭১৩	১,৫৩৭
অনুন্নয়ন মূলধন ব্যয়	১৩,২৮১	১৯,৯৮৮	১০,৫৩৬
খাদ্য হিসাব	**২০৬**	**২২৭**	**২,১৩১**
ঋণ ও অগ্রিম (নীট)	**৪,৭৯৯**	**৭,৭৫৫**	**৯,০৪৭**
উন্নয়নমূলক ব্যয়	**৯৫,,৮৯৭**	**১,০২,৫৫৯**	**৬৫,৯৯৯**
রাজস্ব বাজেট হতে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচি	৫৮৫	৬৩৩	৭০৬
এডিপি বহির্ভূত প্রকল্প	২.৬৮৭	৩,৩৩৯	২,৩৪৬
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)	৯১,০০০	৯৭,০০০	৬২,০৫৪
এডিপি বহির্ভূত কাবিখা ও স্থানান্তর কর্মসূচি	১,৬২৫	১,৫৮৭	৮৯৩
মোট ব্যয়	**২,৬৪,৫৬৪**	**২,৯৫,১০০**	**২,১৩,৫৩৫**
ঘাটতি			
সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদানসহ)	-৮২,১৩৭	-৮০,৮৫৭	-৬৫,২৪৫
জিডিপির শতকরা হারে বাজেট ঘাটতি	-৪.৭০	-৪.৭	-৪.৩
সামগ্রিক ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত)	-৮৭,১৬৪	-৮৬,৬৫৭	-৬৭,৫৬৯
জিডিপির শতকরা হারে বাজেট ঘাটতি	-৫.০	-৫.০	-৪.৫
অর্থ সংস্থান			
বৈদেশিক ঋণ-নীট	**১৯,৯৬৩**	**২৪,৩৩৪**	**৪,৯০৯**
বৈদেশিক ঋণ	২৭,০৪৭	৩২,২৩৯	১১,৯৯০
বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ	-৭,০৮৪	-৭,৯০৫	-৭,০৮২
অভ্যন্তরীণ ঋণ	**৬২,১৭৫**	**৫৬,৫২৩**	**৯০,৬৪৮**
ব্যাংকিং ব্যবস্থা হতে অর্থায়ন (নীট)	৩১,৬৭৫	৩৮,৫২৩	৫১৪
দীর্ঘমেয়াদি ঋণ (নীট)	১৭,২৪১	২৪,১৮২	১১,৮৯৮
স্বল্পমেয়াদি ঋণ (নীট)	১৪,৪৩৪	১৪,৩৪১	-১১,৩৮৪
ব্যাংক বহির্ভূত ঋণ (নীট)	৩০,৫০০	১৮,০০০	৯০,১৩৪
জাতীয় সঞ্চয় কার্যক্রম (নীট)	২৮.০০০	১৫,০০০	২৯,৭৭৭
অন্যান্য	২,৫০০	৩,০০০	৬০,৩৫৭
মোট অর্থসংস্থান	**৮২,১৩৮**	**৮০,৮৫৭**	**৯৫,৫৫৬**
মেমোরেন্ডাম আইটেমঃ জিডিপি:	**১৭,২৯,৫৬৭**	**১৭,১৬,৭০০**	**১৫,১৩,৬০০**

উৎসঃ সংশোধিত বাজেটের সংক্ষিপ্তসার ২০১৫-১৬, অর্থ বিভাগ। **নোট:** জিডিপির ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬।